সমকাল

তারিখ ... 05 OCT 2016
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ৪

# গবেষণায় জালিয়াতি ৫৭ জনকে জরিমানা

**ঢাবির আইন বিভাগ**

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আইন বিভাগে ৩৭তম ব্যাচের স্নাতকোত্তর কোর্সে গবেষণা মনোগ্রাফে জালিয়াতির দায়ে ৫৭ শিক্ষার্থীকে জরিমানা করেছে কর্তৃপক্ষ। এ কারণে তারাসহ ৬০ পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত করা হয়েছে। এতে ১৩৯ জনের মধ্যে স্নাতকোত্তর পাস করেছেন ৭৯ জন। পাসের হার ৫৬ শতাংশ।

বিভাগ সূত্র জানায়, গবেষণা মনোগ্রাফ তৈরিতে ৫৭ শিক্ষার্থী জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছে কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষকদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ডিনস কমিটি গত ২০ সেপ্টেম্বর তাদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীদের নতুন করে গবেষণা মনোগ্রাফ জমা দিতে বলা হয়েছে। এদিকে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হতে না পারা শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। তারা বলছেন, গবেষণা মনোগ্রাফে জালিয়াতি থাকলে তা চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগেই জানানোর কথা। কিন্তু ৫৭ শিক্ষার্থীকে গত মাসে ফল প্রকাশের পর এ কথা জানানো হয়।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা জানান, স্নাতকোত্তরে ছয়টি কোর্সের মধ্যে যে কোনো একটির অংশ হিসেবে ৫০ নম্বরের গবেষণা মনোগ্রাফ করতে হয়। তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর গবেষণা মনোগ্রাফ জমা দেওয়ার জন্য চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। সে সময় বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা থাকায় অল্প সময়ে তাদের পক্ষে গবেষণা মনোগ্রাফ তৈরি সম্ভব হয়নি। তাই বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে জমা দিতে অনেকেই ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফরম্যাট থেকে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন মাত্র। এ ছাড়া শিক্ষকদের যথাযথ নির্দেশনা না পাওয়ার কথাও জানান তারা। এক শিক্ষার্থী সমকালকে বলেন, একজন বেকার শিক্ষার্থী পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

## গবেষণায় জালিয়াতি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

কী করে ২০ হাজার টাকা জরিমানা দেবে। মানবিক কারণে যেন তা মওকুফ করা হয়। এ ব্যাপারে আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক তাসলিমা মনসুর সমকালকে বলেন, রিসার্চ মনোগ্রাফ তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে ক্লাসে বিস্তারিতে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া দফায় দফায় জমা দেওয়ার জন্য সময় বাড়ানো হয়েছে। তারপরও যদি তারা নকল করে, এ দায় কার?

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, কিছু কিছু তথ্য ইন্টারনেট থেকে কপি করায় ওই পরীক্ষার্থীদের ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এমন কেউ না করতে পারে সেদিক বিবেচনায় এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।